



155153 - রোগা অবস্থায় মুখ পরিস্কারক ও সুগন্ধকারক উপাদান ব্যবহার করার হুকুম

প্রশ্ন

আপনাদরে কাছে আশা করব যে এই প্রশ্নটির জবাব দিবেন: রোগা অবস্থায় আঙুলেরে সমপরিমাণ এক টুকরো জীবানুনাশক কটন দিয়ে জিহ্বা ও দাঁত মচোছা কি জায়যে হবে? এ কটন রোগা অবস্থায় দুর্গন্ধ ও জীবানু দূর করতে ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন ফলভোরেরে পাওয়া যায়; যমেন পুদনি পাতার ফলভোর...।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

আপনি যে জনিসি ব্যবহারেরে কথা উল্লেখ করছেন সটো ব্যবহার করতে কোন আপত্তি নই; এই শর্তে যদি কোন কিছু গলার ভতেরে চলে না যায়। বরং মুখেরে ভতেরে কিছু থেকে গেলে মানুষ তা ফলে দবি কিহা গড়গড়া কুলি করে ফলেবে।

শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান (হাফযিহুল্লাহ) কে জিজ্ঞেসে করা হয়েছিল:

“ফার্মেসেগিলোতে মুখেরে জন্য বশিষে পারফিউম পাওয়া যায়। সটো এক ধরণেরে স্পরে। রমযান মাসেরে দিনেরে বলোয় মুখেরে গন্ধ দূর করার জন্য এটি ব্যবহার করা জায়যে হবে কি?

জবাবে তিনি বলেন: রোগা অবস্থায় মুখেরে স্পরেরে বদলে মসিওয়াক ব্যবহার করাই যথেষ্ট; যা ব্যবহার করার প্রতিনিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্বুদ্ধ করছেন। আর যদি কটে স্পরে ব্যবহার করে এবং কোন কিছু গলার ভতেরে চলে না যায় তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। তবে রোগার কারণে মুখে যে গন্ধ হয় সটোকো অপছন্দ করা উচিত নয়। যহেতে তা ইবাদত পালনেরে আলামত ও আল্লাহর কাছে প্রিয়। হাদসি এসছে: “রোগাদারেরে মুখেরে গন্ধ আল্লাহর কাছে মসিকেরে ঘরণেরে চয়ে বশে প্রিয়।” [আল-মুনতাক্বা মনি ফাতাওয়াশ শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান (৩/১২১)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।